ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নিজের ওপর বিরক্ত সালমান
পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত লঙ্কানদের হেড কোচ জয়াসুরিয়া
পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৮০ ● কলকাতা ● ০১ কার্তিক, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, ১৮ নভেম্বরের মধ্যে
হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরার নির্দেশ

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : গণ অভ্যুত্থানের জেরে প্রধানমন্ত্রীর গদি হারিয়েছেন শেখ হাসিনা। ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়ার পর থেকে একের পর এক মামলা দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে মামলার সংখ্যা ১০০ পেরিয়ে গিয়েছে। ৭টি গণহত্যার অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকার। এই ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামাত-বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার বিচার হয়েছে। পরে তাঁদের সেই সাজা কার্যকরও করা হয়। এবার এই ট্রাইব্যুনাল হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল। ফলে এবার ভারতের অবস্থান কী হবে সেদিকে নজর ওয়াকিবহাল মহলের।আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুজিবকন্যা হাসিনাকে। হাসিনা সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পরই ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন যে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছে, তার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই নয়া সরকার।

এরপর ৩ পাতায়

কৃষ্ণনগর কাণ্ডে ধৃত রাহুল
মুখ্যমন্ত্রীকে হটাবার দাবি পোস্ট করেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : খুন নাকি আত্মহত্যা? ধর্ষণ নাকি গণধর্ষণ? প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে পুলিশ। মেয়ের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অ্যাসিড হামলা, গণধর্ষণ, খুন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতারও করা হয়েছে প্রেমিককেও। তারপরেও পুলিশের ওপর আস্থা নেই নির্যাতিতার পরিবার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ এখনও পর্যন্ত জানতে পেরেছে, মেয়েটির সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পর্ক ছিল রাহুলের। ভিন্‌রাজ্যে একটি হোটেলে কাজ করে রাহুল। দুই পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ে হবে বলেও স্থির হয়। তাই রাহুলের বাড়িতে মাঝেমধ্যেই যেত ওই তরুণী। তার পরেও এমন ঘটনা কেন, সেটাই ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। গতকাল এই ঘটনার জেরে কৃষ্ণনগর টাউন

এরপর ৩ পাতায়

বঙ্গে পদ্ম শিবিরের নতুন রাজ্য সভাপতি কে
নাম আসতেই শোরগোল

বেবি চক্রবর্ত্তী:কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পদ্ম শিবিরের নতুন রাজ্য সভাপতি হওয়ার দৌড়ে কারা থাকবেন ইতিমধ্যেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জল্পনা চলছে বেশ কয়েকজন 'হেভিওয়েটে'র নাম নিয়ে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নাম উঠে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রে।চব্বিশের লোকসভা ভোটে বাংলায় সার্বিকভাবে খারাপ ফলাফল করলেও পূর্ব মেদিনীপুরের দু'টি আসনেই জয়ী হয়েছে পদ্ম শিবির। কেউ কেউ মনে করছেন, সেই কারণে এবার রাজ্য সভাপতির পদে বসানো হতে পারে শুভেন্দু অধিকারীকে। যদিও তাঁকে রাজ্য সভাপতি করা হলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কে হবেন সেটাও ভাবতে হবে পদ্ম শিবিরকে। কারণ বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করছেন শুভেন্দু। তাই তাঁর বিকল্প খোঁজাটা সহজ হবে না বলে মনে করছেন অনেকে।এদিকে এবারের লোকসভা ভোটে পরাজিত হলেও, দিলীপ জমানায় ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফল করেছিল গেরুয়া শিবির। ফলে দৌড়ে তিনি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বলে অনেকের

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে, অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)
সরবেড়িয়া আন্‌-নূর মিশন
(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)
পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা
ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)
ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা
ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ
সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি এমএসসি অনার্স ও একজন কম্পিউটার টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে
❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬
❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০
❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭
❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

জঙ্গলমহল জুড়ে ভালো জীবন সাথী

পাওয়ার লক্ষ্যে পালিত হল আভড়াপুণেই

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে পালিত হলো আভড়াপুণেই... কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম জেলায় এবং সুবর্ণরেখার উভয় তীরেপালিত হয় "আভড়াপুণেই" বা অব্যূঢ়া পূর্ণিমা(অব্যূঢ়া ব্রত) ।শুধু তাই নয় কর্মসূত্রে এই এলাকার যে সমস্ত মানুষ অনত্র বসবাস করেন তাঁদের অনেকের বাড়িতেও পালিত হয় এই আভড়াপুণেই ।পূর্ণিমা এবারে দুদিন,তাই কোথাও বুধবার আবার কোথাও বৃহস্পতিবার পালিত হয়েছে এই আভড়াপুণেই ।এই লিঙ্গবৈষম্য হীন লৌকিক উৎসব অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য। উৎকল সংস্কৃতি বা ওড়িশার রীতি প্রভাব এই উৎসবে লক্ষ্য করা যায়। ওড়িশার "কুমার পূর্ণিমা"র প্রভাব এই "আভড়াপুণেই" উৎসবে পরিলক্ষিত হয়। এই উৎসবে মা,ঠাকুমা,দিদিমারা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনা করেন ।তাঁদের অবিবাহিত সন্তানরা যাতে ভবিষ্যৎ এ ভালো জীবনসঙ্গী বা জীবনসংগিনী পায় সেই কামনা করা হয় ।এদিন বাড়িতে পিঠে,পায়েস, লুচি, সুজি,ক্ষীরি থেকে শুরু করে নানা নিরামিশ পদ তৈরী হয়। এদিন সারাদিন অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের "ভুজা" বা মুড়ি খাওয়া বারণ। মুড়ি খেলে এই ব্রত "বুড়ি যাওয়া"র (ডুবে যাওয়া) বা ডিসকনটিনিও হওয়ার ভয় থাকে। এদিন স্নান করে নতুন পোশাক বা নিদেন পক্ষে নতুন রেশম(ঘুনশী) কোমরে পরতে হয়। স্নানের পরে মায়েরা অবিবাহিত সন্তানের মঙ্গলকামনায় কপালে চন্দনের মঙ্গল টীকা পরিরে দেন। অনেক অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা ,যাদের বয়স একটু বেশি তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে কার্তিকের মতো স্বামী বা লক্ষ্মী প্রতিমার মতো স্ত্রী পাওয়ার লক্ষ্যে সরাদিন উপবাস রেখে ব্রত করেন। আবার কারো কারো মতে চাঁদের মতো সুন্দর জীবন সঙ্গী বা জীবনসঙ্গীনি পাওয়া এই ব্রতর লক্ষ্য। পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হওয়ার পর এই ব্রত শেষ হয় তুলসী গাছে জল ঢেলে। ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় অনেক ক্ষেত্রে মা তুলসী গাছে জল ঢালেন ।ব্রত শেষে আজকাল তুলসী গাছে জল ঢালার রীতি প্রায় হারিয়ে গেছে ।এই উৎসবে ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। এই নিয়ে আগের দিনে মা-ঠাকুমারা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করে বলতেন" "পো মেনেকার নিশ বাঢু" অর্থাৎ ছেলেদের গোঁফ বাড়ুক ,আর

এরপর ৩ পাতায়

উপনির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির প্রার্থী

হতে চলেছে দিলীপ, অর্জুন

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আর জি কর ইস্যুতে আন্দোলনে বামেরা টেক্কা দিয়েছে গেরুয়া শিবিরকে। এই পরিস্থিতিতে আবার সামনে বাংলার ছয় বিধানসভার আসনে উপনির্বাচন ।দলের বাছাই করা নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন তিনি। আর তারই মধ্যে বাংলায় দলের সদস্যতা অভিযানের সূচনাও করার কথা রয়েছে তাঁর। ফের প্রার্থী হবেন দিলীপ, নিশীথ, অর্জুন ? ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্নই।

সিতাই, মাদারিহাট, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর, তালডাংরা, এই ছয়টি বিধানসভা আসনে ১৩ নভেম্বর ভোট হবে। এর মধ্যে একমাত্র মাদারিহাট বিধানসভা আসনটি বিজেপির দখলে ছিল। সেখানকার বিধায়ক মনোজ টিগ্গা এবার আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসন থেকে জিতে সাংসদ হয়েছেন। দখলে থাকা এই মাদারিহাট আসনটি এবার ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। পাশাপাশি অন্য কোনও একটি আসন যদি তাদের হাতে আসে সেই লক্ষ্যও রয়েছে বিজেপির। মঙ্গলবার দলের সল্টলেক অফিসে বিজেপির একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদকদের পাশাপাশি ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্যরাও। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, মেদিনীপুর ও নৈহাটি বিধানসভা আসনে জোরদার প্রচার চালাতে হবে। অন্যত্রও প্রচার চলবে। মাদারিহাট আসনটি ধরে রাখতে হবে, পাশাপাশি আরও অন্তত একটি আসনে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। ছয় বিধানসভার উপনির্বাচনে ফের প্রার্থী করার কথা ভাবা হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়া প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক ও অর্জুন সিংকে। মেদিনীপুর বিধানসভায় দিলীপ ঘোষ, সিতাইয়ে নিশীথ প্রামাণিক ও নৈহাটিতে অর্জুন সিংকে প্রার্থী করার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে উত্তর আফ্রিকা সফরে রয়েছেন। ২১ অক্টোবর কলকাতায় ফেরার কথা সুকান্তর।

মা তারার আবির্ভাব দিবসে

মা কে লক্ষ্মীরূপে পুজো করা হয়

বেবি চক্রবর্ত্তী : বীরভূম: নিউজ সারাদিন : আজ শুক্লা চতুর্দশী। মা তারার আবির্ভাব দিবস। কথিত আছে শুক্লা চতুর্দশীর তিথিতেই মা তারার আবির্ভাব হয়েছিল। সেই আবির্ভাব দিবসে মা তারাকে পুজো দেওয়ার ভক্তদের ভিড় তারাপীঠে ।তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন,আজ ভোর ৩ টের সময় মাকে গর্ভগৃহ থেকে বের করে বিরামমঞ্চে নিয়ে আসা হয়েছে । সেখানে মাকে স্নান করিয়ে, মঙ্গল আরতি করে ভক্তদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । সারাদিন মা এখানেই থাকবেন। সন্ধ্যার সময় মাকে গর্ভগৃহে এনে স্নান করিয়ে রাজবেশ পরিয়ে লক্ষ্মীরূপে পুজো করা হবে । এ দিনটিতেই তারা মায়ের দর্শনের জন্য অনেক ভক্ত সমাগম হয় ।কথিত আছে জয় দত্ত নামে এক বণিক দ্বারকা নদীর উপর দিয়ে নৌকায় চড়ে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি তারাপীঠে নোঙর করেছিলেন। সেখানে সাপের কামড়ে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তারাপীঠে নোঙর করায় বণিকের ভৃত্য রান্না করার জন্য একটি কাটা শোল মাছ পাশের একটি পুকুরে ধুতে যায়। পুকুরের জলের সংস্পর্শে আসতেই কাটা শোল মাছটি জীবিত হয়ে পুকুরের গভীরে চলে যায়। ভৃত্যরা এই অলৌকিক ঘটনাটি বণিককে জানালে, তিনি সর্পদংশনে তাঁর মৃত পুত্রকে সেই পুকুরের জলে স্নান করাতে শুরু করেন। তখন মৃত পুত্র জয় তারা, জয় তারা উচ্চারণ করতে করতে বেঁচে ওঠেন। তখনই বণিক বুঝতে পারেন এই পুকুরে কোন ঐশ্বরিক শক্তি আছে । বর্তমানের সেই পুকুরটি জীবিত কুণ্ড নামে খ্যাত। সেই রাতেই বণিককে স্বপ্ন দেন মা তারা। দিনটি ছিল শুক্লা চতুর্দশী। স্বপ্ন পেয়ে সেই দিনটিতেই তারাপীঠে মা তারার পুজো শুরু করেন বণিক জয় দত্ত। আজ মা তারার আবির্ভাব দিবস তাই প্রাচীনকাল থেকে এই দিনটিকে মা তারার আবির্ভাব দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। বছরের এই একটি দিনে মা তারাকে গর্ভগৃহ থেকে বের করে নিয়ে এসে মন্দিরের সামনে থাকা বিরামমঞ্চে অধিষ্ঠিত করা হয়। দিনভর সেখানেই মা তারাকে পুজো দিতে পারেন পুর্ণ্যার্থীরা। সন্ধ্যায় আরতির পর ফের মা তারাকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকের দিনে মা তারাকে দুপুরে কোন ভোগ নিবেদন করা হয় না। তাই এই দিনটিতে মা তারার সেবাইতেরাও উপবাস থাকেন। সন্ধ্যায় ভোগ নিবেদনের পর উপবাস ভঙ্গ করেন তাঁরা।

নবদ্বীপে রাসের কাউন্ট ডাউন শুরু দশমী এবং

লক্ষ্মী পূজার দিন পাটা বা কাঠামো পূজার মাধ্যমে

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : দেবী দুর্গা আসছে আসছে এটাই আনন্দের। পূজা এল---, পূজা হলো ---, প্রত্যেকেই পূজায় আনন্দে মেতে উঠল, 'মা'-এর যাবার সময় হলো-----, বিসর্জনও হলো----, এবং সবশেষে আমাদের মন খারাপ হলো। আবার আমরা অপেক্ষা করব এক বছর পর 'মা'-কে দেখার জন্য। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

নবদ্বীপের চিত্রটা ব্যতিক্রমী। বিজয় দশমীর রাত থেকেই পাট পূজার মাধ্যম দিয়ে সূচনা হয়ে যায় নবদ্বীপ রাস উৎসবের। শ্রীচৈতন্যদেবের শহর নবদ্বীপ রাস উৎসবের জন্য বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে। চার দিনের পূজো হয় দুর্গাপূজা, ঠিক রাস এক সপ্তাহ ব্যাপী নবদ্বীপে উদযাপন হয় ।মা দুর্গার বিষাদ কে ভুলে গিয়ে রাস উৎসবে মেতে ওঠে নবদ্বীপবাসী। বিজয় দশমী, লক্ষ্মীপূজো, কালীপুজো এই তিন দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে নবদ্বীপের রাস বারোয়ারি গুলোর কাঠামো পূজার মাধ্যম দিয়ে সূচনা হয়। লক্ষ্মী পূজার পূর্ণিমার তিথির পরের একমাস পরেই পূর্ণিমা তিথিতে রাস পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যমন্ডিত রাসকে কেন্দ্র করে দেব দেবীর বিভিন্ন রূপ প্রতিটি বারোয়ারি প্যান্ডেল,লাইট,প্রতিমায় তুলে ধরে। ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছয়শো উপর ঠাকুর তৈরি হয়।

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় মা দুর্গাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য শোভাযাত্রায় বের করা হচ্ছে, অন্যদিকে নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন জায়গায় কাঠামো পুজো নিয়ে ব্যস্ত বারোয়ারি গুলো। দক্ষিণ বঙ্গ পাড়া সংগঠনিক ক্লাবের পক্ষ থেকে রাস উপলক্ষে মহিষমর্দিনী পূজা করা হয়, এই দিন তারা কাঠামো পূজা করে রাসে সূচনা করলো। পাঁচমাথা মোড় অভয় মা তলার চন্ডী মাতার পাট পুজো করল বারোয়ারী। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো বুধবার রাতএবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দুদিন ব্যাপী লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হলো। তার সাথে সাথে রাস বারোয়ারি গুলোর পাট পুজো বা কাঠামো পুজো হলো। এই দুদিন ব্যাপী ৩০০ এর উপর বরোয়ারি কাঠামো পুজো করলো।

কালী পূজার পরপরই অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। বিজয় দশমীর সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর বুড়িমার পাট পুজো করলো বুড়িমা বারোয়ারি।

বুধবার কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার সন্ধ্যায় নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকক্ষ সাহার নিজস্ব বারোয়ারী বড়াল ঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বরী মাতা ১৫০ তম বর্ষে পদার্পণ করছে পাটা পূজা করালেন বিধায়ক নিজে উপস্থিত থেকে। অন্যদিকে রানির চড়া আজাদ হিন্দ ক্লাবের অন্নপূর্ণা মাতা, রানীর ঘাট গঙ্গার ধার সতীর দেহ ত্যাগ বারোয়ারী, ৪১ তম বর্ষে পদার্পণ করল বুড়ো শিবতলা কাত্যায়নী মাতা, পোড়া মা তলা রয়েল সোসাইটি ৮৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল মহিষমর্দিনী মাতা, ভারতরত্ন ক্লাবের হর গৌরী মাতা, কুটিরপাড়া মুক্তি সূর্য ক্লাব এর ভারত মাতা, মালঞ্চ পাড়া আমবাগান ইয়ং ব্লাড ক্লাবের যুগল মিলন সহ বিভিন্ন বারোয়ারি পাট বা কাঠাম পুজো করল।

নবদ্বীপ বিধানসভার পৌরসভার এলাকায় শুধু নয় ব্লকে আটটি পঞ্চায়েত রয়েছে, সমস্ত পঞ্চায়েত কম বেশি প্রচুর পুজো হয়ে থাকে। তার মধ্যে বাবলারী অঞ্চলে প্রায়৩৫ টি পুজা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধেশ্বরী পাড়া অরুনবালা স্মৃতি সংঘের যুগল মিলন পুজো ২৪ বছর পদার্পণ করল। বাবলারী অঞ্চলের বারোয়ারিতলার অন্নপূর্ণা, ইউথ সোসাইটি, বাস স্ট্যান্ড শিবশক্তি ক্লাব, ইয়ংস্টার, সাহা নগর কালী মাতা, গঙ্গা মাতা প্রত্যেকটি বারোয়ারি লক্ষ্মী পূজার দিন পাটা বা কাঠামো পুজো করল। পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ, কাঠমোকে মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে, আতশবাজির বিভিন্ন রঙের দৃশ্যে ঐতিহ্যমন্ডিত রাস পূজার সূচনা পর্ব কে সর্বাঙ্গীন করার জন্য প্রতিটি বারোয়ারি ব্যস্ততার মাধ্যমে দিয়ে দিনটিকে উদযাপন করেছে।

বাঁকুড়ার আকুই শারদ সংঘের অনুষ্ঠান মঞ্চে

স্বপন দত্ত বাউল গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সবসময় নিজের উদ্যোগেই নিজেকে বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে চলেছেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলার বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল। সারা রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ও ৪২ টি লোক সভা ভোট কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে তিনি সমাজকে সচেতন করেছেন শান্তির দূত সম্মানিত হয়ে শান্তির বার্তা দিয়েছেন বাউলগানে । যা স্বপন দত্ত বাউলের আগে কোনো লোক শিল্পী বাউল কেউ নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে এই শান্তির বার্তা দিয়ে সমাজ সচেতনের কাজ করে দেখাতে পারেন নি । তিনি ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রনব মুখোপাধ্যায় এর কাছে ভারতের এক আশ্চর্য্য প্রদীপ সম্মানিত শিল্পী। তিনি আবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী, এবং নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ ও দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় প্রশংসিত সম্মানিত বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ। রাজ্যের জেলায় জেলায় দেবী নিধন

এরপর ৩ পাতায়

বেলেঘাটার পরিত্যক্ত কারখানায়
ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের আটটি ইঞ্জিন

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানেল রোডের পরিত্যক্ত কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। তিনটি ট্যাঙ্কার দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা গেছে। ঘটনার স্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন নেভানোর কাজ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে যে ট্যাঙ্কার গুলিতে রাসায়নিক থাকার জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়েছে দমকল কর্মীদের। পরিত্যক্ত এই কারখানার পাঁচিলের পাশেই ঘন জনবসতি। বেলেঘাটার ইস্ট ক্যানেল রোডের পাশে পরিত্যক্ত এই কারখানাটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় কারোর আনাগোনা নেই। এদিন সকালের স্থানীয়রা কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে দমকলে খবর দেন। দমকল কর্মী সূত্রে জানা গেছে ট্যাঙ্কার এর সম্ভবত কোন রাসায়নিক থাকার জন্য আগুন আয়ত্তে আনতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। যেহেতু ওই কারখানার পাশে ঘনবসতি রয়েছে সেহেতু প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

সুপ্রিম কোর্টের উত্তরসূরী প্রধান বিচারপতি হিসাবে সঞ্জীব খান্নার নাম প্রস্তাব করলেন বিচারপতির ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : দেশের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে আগামী ১১ ই নভেম্বর অবসর নিচ্ছেন ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তাই তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে সঞ্জীব খান্নার নাম তিনি প্রস্তাব করেছেন।সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের কাজের মেয়াদ বেশি দিন নেই। তাই এখন থেকে জল্পনা শুরু হয়েছে আগামী দিনে কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে সঞ্জীব খান্নার নাম প্রস্তাব করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের নিয়ম অনুযায়ী অবসরের আগে প্রধান বিচারপতি নিজেই তাঁর উত্তরসূরীর নাম সুপারিশ করবেন। সেই নাম কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করলে ভারতের ৫১তম প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করবেন সঞ্জীব খান্না। যদিও তিনি খুব বেশিদিন প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাতে পারবেন না কারণ আগামী বছরের ১৩ ই মে তিনি অবসর নেবেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রধান বিচারপতি হলে মাত্র ছয় মাস কাজ করার সময় পাবেন। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে দিল্লির বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ শুরু করেন। দিল্লি হাইকোর্টেও তিনি বিচারপতি ছিলেন। দিল্লির স্থায়ী কাউন্সিল হিসাবে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ২০০৪ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই মেয়াদকালে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে দিল্লি হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা ও গ্রহণ করেছিলেন। এরপর ২০১৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে তিনি দায়িত্ব পান। ৪ দশকেরও বেশি সময় আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। গত পাঁচ বছরে সুপ্রিম কোর্টে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ রায় বিচারপতি খান্না দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের সম্মতি দেওয়া। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের হয়েছিল সেটা খারিজ করা ইত্যাদি।

২ পাতার পর

জঙ্গলমহল জুড়ে ভালো জীবন সাথী পাওয়ার লক্ষ্যে পালিত হল আভড়াপুণেই

বলতেন "ঝি মেনেকার আইস বাঢু" অর্থাৎ মেয়েদের আয়ু বাড়ুক।ঝাড়গ্রাম জেলার ভূমিপুত্র, বর্তমানে কর্মসূত্রে মেদিনীপুরে বসবাস কারী, লোক সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়ার মতে, 'আজকের আধুনিক জীবনের ছোঁয়ায় "আভড়াপুণেই" এর জৌলুষ বা আচার অনেকটা ফিকে। এটাই দুঃখের হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির শেকড়ের সংঙ্গে যুক্ত এই উৎসব।'

২ পাতার পর

বাঁকুড়ার আকুই শারদ সংঘের অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বপন দত্ত বাউল গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত

চলছে বাউল গানে তার প্রতিবাদ করে বিচার চেয়ে চলেছেন জেলায় জেলায় গিয়ে স্বপন দত্ত বাউল। এবং এবার পূজোয় আনন্দ উৎসব বয়কট করেছেন বিচার এখনো না হওয়ায় জন্য । আর জি করের তিলোত্তমা থেকেশুরু করে পূর্ব বর্ধমানের গাংপুর নাদুরের আদিবাসী মেয়ে অভয়া কে ও কেতুগ্রাম থানার চলন্ত বাসে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মা দুর্গা কে এবং জয়নগর কুলতলীর চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রী ছোট্ট উমা কে নৃশংস খুনের প্রতিবাদে সোচ্চার ও বিচার চাই কঠিন শাস্তি ফাঁসির দাবিতে বাউল গানে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় সাড়া জাগিয়েছেন ।মা বোনদের নারীদের সুরক্ষা নিরাপত্তার দাবিতে মুখরিত করেছেন সম্পূর্ন নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ ভাবে। সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মা বোনদের নারীজাতিকে রক্ষা করতে এমন মহতী উদ্যোগ দেখে মুগ্ধ বাঁকুড়া জেলার আকুই গ্রামের মানুষ । বাঁকুড়ার আকুই শারদ সংঘের এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল মহারাজকে সমাজ সেবার অন্যন্য অবদানের জন্য গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত করেন আকুই গ্রামের বিশিষ্ট লেখক দিলীপ কুমার দাঁ ও শিক্ষক বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়। লেখক দিলীপ কুমার দাঁ এবং শিক্ষক বৈদ্যনাথ রায় ওনারা বলেন স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীজির বেশে বাউল গানের মাধ্যমে যেভাবে দির্ঘ বহ বছর ধরে স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় সারা রাজ্যে দেশে বিদেশে ছুটে চলেছেন সম্পূর্ন নিজের উদ্যোগেই একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

১-ম পাতার পর

জারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, ১৮ নভেম্বরের মধ্যে হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরার নির্দেশ

সেই মতোই বৃহস্পতিবার শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। আর বিচার শুরুর প্রথম দিনই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ট্রাইব্যুনাল। এই মুহূর্তে ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন হাসিনা। তাঁকে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে শুনানির জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ এই নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত বাকিদের বিরুদ্ধে শুনানি এখনও চলছে। শুনানির শুরুতে বিডিআর বিদ্রোহে ৭৪ জনকে হত্যা, শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যা, র‍্যাবের বিচার বহির্ভূত হত্যা, জুলাই-আগস্ট গণহত্যা-সহ আওয়ামি শাসনকালে মানবতা বিরোধী অপরাধ তুলে ধরেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম। হাসিনা-সহ পলাতক অন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সাহায্য নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

কৃষ্ণনগর কাণ্ডে ধৃত রাহুল মুখ্যমন্ত্রীকে হটাবার দাবি পোস্ট করেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়

থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। এমনকি সেই সময় পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়ে মারতেও দেখা গিয়েছে বিক্ষোভকারীদের। মৃতার মায়ের অভিযোগ, 'আত্মহত্যা করার মেয়ে নয় ও। ওর প্রেমিক আর তার বন্ধুরা মিলে গণধর্ষণ করে খুন করেছে ওকে। ওর স্বপ্ন ছিল পুলিশ হওয়ার। সেই পুলিশই এখন ঘটনাটা ধামাচাপা দিতে চাইছে।' আবার ধৃত রাহুলের বাবা-মার অভিযোগ, তাঁদের ছেলে নির্দোষ। এখন দেখার বিষয় কলকাতা হাইকোর্ট নির্যাতিতার মায়ের মামলা গ্রহণ করে কী করে না। একই সঙ্গে দেখার বিষয়, আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কিনা।

এদিনই তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের(Calcutta High Court) দ্বারস্থ হচ্ছেন সিবিআই তদন্ত(Demand of CBI Enquiry) চেয়ে। কেননা নির্যতিতার মায়ের দাবি, তাঁর মেয়েকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে আর পুলিশ প্রমাণ লোপাট করে দিয়ে তা ধামাচাপা দিতে চাইছে। এরই মাঝে সামনে এসেছে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া যুবক তথা নির্যাতিতার প্রেমিক রাহুল বসু সরাসরি আর জি কর কাণ্ডের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তাঁরই ফেসবুক পোস্ট থেকে উদ্ধার হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সম্বলিত একাধিক পোস্ট। ছেলেটি সক্রিয় বিজেপি কর্মী বলেও শোনা যাচ্ছে। তাই পাল্টা প্রশ্নও উঠছে, যে ছেলে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে, সক্রিয় ভাবে বিজেপি করে, তাকে পুলিশ কেন বাঁচাতে যাবে! বুধবার সকালে কৃষ্ণনগরে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়েরাই দেহটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরিবারের অভিযোগ, দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। আঙুল ওঠে তরুণীর প্রেমিকের দিকে। প্রাথমিক তদন্তে নেমে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপারের দাবি, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত যুবককে মূল অভিযুক্ত হিসাবে ধরে প্রাথমিক ভাবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে ওই তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে এখনই 'খুন' বলতে রাজি নয় পুলিশ। পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানিয়েছেন, 'তরুণীর মৃত্যুর নেপথ্যে ধর্ষণ না কি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবার ইতিমধ্যে অভিযোগ জমা দিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত ধারা যুক্ত করে আমরা তদন্ত করছি। তদন্ত চলাকালীন যা তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে, সেগুলি তদন্তে সাক্ষ্য হিসেবে যুক্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক দলও আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি। তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অ্যাসিড না অন্য রাসায়নিকের ব্যবহার করা হয়েছিল, তা জানতে ফরেন্সিক টিমের সাহায্য নেওয়া হবে। ঠিক কী হয়েছে তা জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন।'অন্যদিকে নির্যাতিতার মায়ের দাবি, 'আমার মেয়েকে রাহুল ও তার সঙ্গীরা মিলে ধর্ষণের পরে খুন করে। অ্যাসিড দিয়ে মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে। মেয়ে রাহুলের সঙ্গে পিৎজা খেতে বেরিয়েছিল। আমাকে বলে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। গত কাল সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে ঘটনাপ্রবাহ দেখেছি, তার পরে আর পুলিশের ওপরে আস্থা রাখতে পারছি না। পুলিশ এক জনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু এটা এক জনের কাজ হতে পারে না। বাকিদের ব্যাপারে পুলিশের কোন উৎসাহ নেই কেন? পুলিশ একাধিক কাগজে সই করার জন্য চাপ দিয়েছে। এমনকি কাগজ না পড়িয়েই সই করানোর চেষ্টা করেছে। নিরপেক্ষ তদন্ত এবং যথোপযুক্ত সাজার জন্য মেয়ের খুনের তদন্ত করুক সিবিআই। সম্ভবত বৃহস্পতিবারই আইনজীবীর মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানাব। প্রয়োজনে বাড়ি বিক্রি করে এই লড়াই চালাব।' এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে 'নির্যাতিতার' দেহের ময়নাতদন্ত হবে।

১-ম পাতার পর

বঙ্গে পদ্ম শিবিরের নতুন রাজ্য সভাপতি কে নাম আসতেই শোরগোল

অনুমান। এছাড়া বঙ্গ বিজেপির পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হওয়ার দৌড়ে উঠে আসছে শমীক ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোদের নাম।অন্যদিকে হুগলিতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হলেও বঙ্গ বিজেপির অন্যতম মুখ লকেট চট্টোপাধ্যায়। মহিলা মুখ হিসেবে তিনিও 'লড়াই'য়ে থাকতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকে। একইসঙ্গে জল্পনা চলছে দেবশ্রী চৌধুরী, অগ্নিমিত্রা পাল-দের নাম নিয়েও খুব শীঘ্রই বঙ্গ বিজেপির নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে ন্যায়ের প্রতীক স্বরূপ লেডি জাস্টিসের মূর্তির পরিবর্তন করা হলো

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : ন্যায়ের মূর্তি আর অন্ধ নয়। এতদিন ন্যায়ের প্রতীক স্বরূপ লেডি জাস্টিস এর যে মূর্তি দেখা যেত সেখানে সাদা মূর্তিতে চোখে কালো পট্টি বাধা থাকতো সেই মূর্তি বদলে গেল। নতুন এই নারী মূর্তির চোখে আর কোন পট্টি বাঁধা নেই। আগের মূর্তিতে লেডি জাস্টিসের একহাতে দাঁড়িপাল্লা আর অন্য হাতে তলোয়ার ছিল। নতুন মূর্তিতে দেখা গিয়েছে এক হাতে দাঁড়িপাল্লা আর অন্য হাতে সংবিধান। সুপ্রিম কোর্টে লেডি জাস্টিসের মূর্তিতে এমনই বদল ঘটানো হলো। =সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর এই নতুন মূর্তিটি গত বছর তৈরি করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে নতুন বিচারক গ্রন্থাগারের কাছে স্থাপন করা হয়েছিল মূর্তিটি তবে এখন সেই মূর্তি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। আগে যেমন ন্যায় মূর্তির ডান হাতে দাঁড়িপাল্লা ছিল তা নতুন মূর্তিতেও রয়েছে। এর বদল ঘটেনি। দাঁড়িপাল্লা সমাজের ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটায়। কোন একদিকে বিচার ঝুঁকে থাকে না সেই বার্তাই দেয় দাঁড়িপাল্লা। নতুন মূর্তিতে এর বদল করা হয়নি তবে অন্য হাতে তলোয়ার এর জায়গায় সংবিধান ঠাঁই পেয়েছে।

ন্যায়ের প্রতিমূর্তি হিসাবে যে লেডি জাস্টিসের মূর্তি আগে ছিল তার চোখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। আইনের চোখে সকলেই সমান এই বার্তাই দিত কালো পট্টি বাঁধা চোখ। অর্থাৎ বিচারের সময় আদালতের কাছে ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা এবং ধন দৌলত কিছুই বিবেচ্য হবে না। সকলকে সমান চোখে দেখে বিচার করা হয়। আর ন্যায় মূর্তির অন্য হাতে তরোয়াল ছিল আইনের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা। সেই মূর্তির বদল ঘটানো হলো।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৮০ সংখ্যা ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ শুক্রবার ০১ কার্ত্তিক, ১৪৩১

ট্রেন যাত্রার জন্য

অগ্রিম সংরক্ষণের সময়সীমা কমিয়ে ৬০ দিন করা হল

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : এতদিন ধরে ১২০ দিনে "কিভাবে ট্রেনে আসন সংরক্ষণ করা যাবে" এই নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি থাকত- ভারতীয় রেল সেই বিভ্রান্তি দূর করে ১২০ দিনের পরিবর্তে এবার ৬০ দিনে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে যা যাত্রীদের জন্য একটি সুসংবাদ। এমন অনেক যাত্রী রয়েছেন যারা বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের যাত্রার অনেক আগে পরিকল্পনা করতে অসুবিধা বোধ করেন। যাত্রী-সুবিধায় ট্রেন যাত্রার জন্য অ্যাডভান্সড রিজার্ভেশন পিরিয়ড (এআরপি) ১২০ দিন থেকে কমিয়ে ৬০ দিন করেছে। সংশোধিত এআরপি নিম্নরূপ:

১. অ্যাডভান্সড রিজার্ভেশন পিরিয়ড (এআরপি) হবে ৬০ দিন (যাত্রার দিন বাদে) যা ০১.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর এবং সেই অনুযায়ী বুকিং করা হবে। তবে, ১২০ দিনের এআরপি-র আওতায় ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত করা সমস্ত বুকিং বৈধ থাকবে।

২. ৬০ দিনের এআরপি-র বাইরে করা আগের বুকিং থাকলে তা বাতিল করা যাবে।

৩. তাজ এক্সপ্রেস, গোমতী এক্সপ্রেস ইত্যাদির মতো নির্দিষ্ট দিনের সময়ের এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হবে না।

৪. বন্ধন এক্সপ্রেস ও মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো আন্তর্জাতিক ট্রেনে বিদেশি পর্যটকদের ৩৬৫ দিনের বুকিংয়ের সময়সীমার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হবে না।

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম নির্দেশের পরে পরেই রাজ্যে শুরু সিভিক সুমারির কাজ

সঞ্জয় রাই। এই একটা নামই এখন রাজ্যের সব সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। সিভিকদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও রাজ্য সরকারকে পড়তে হয়েছে প্রশ্নের মুখে। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের সিভিকদের নিয়ে তথ্য দিতে রাজ্যজুড়ে শুরু করে দেওয়া হয়েছে সিভিক সুমারির কাজ।রাজ্য পুলিশের সূত্র বলছে, বিভিন্ন জেলার এক একটি থানায় ৪০০ থেকে ৫০০জন সিভিক রয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের এমন কিছু থানা রয়েছে যেখানে সিভিকের সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। কমপক্ষে ৩০০ সিভিক মিলবে রাজ্য পুলিশের যে কোনও থানায় গেলেই। অভিযোগ তাঁদের অনেকেই ডিউটি করেন না। অথচ মাসের পর মাস তাঁরা বেতন পেয়ে যান। অভিযোগ, সিভিকদের একটা বড় অংশ রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রতিটি জেলা থেকে কোটি কোটি টাকা বিল আসছে রাজ্যের অর্থ দফতরে যা মেটাতে রীতিমতো হিমশিম অবস্থা প্রশাসনের। এখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই সিভিক ভলান্টিয়ারদের স্ট্রিমলাইন করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য পুলিশ। প্রতিটি জেলায় ঠিক কতজন সিভিক রয়েছেন, তাঁদের কোথায় কবে ইন্টারভিউ হয়েছে, কারা ইন্টারভিউ নিয়েছেন, কতক্ষণ ধরে একজনের ইন্টারভিউ চলেছে, কী কী নথি জমা নেওয়া হয়েছিল সহ সমস্ত তথ্য ঝাড়াইবাছাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া গিয়েছে প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে। সেই সঙ্গে তাঁদের বেতন দিতে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কোথা থেকে টাকার সংস্থান করেছে প্রশাসন তার রিপোর্ট তৈরি করছে নবান্ন। যাতে শীর্ষ আদালতের কাছে রাজ্যকে বিপাকে পড়তে না হয়।কোন জেলায় ঠিক কতজন সিভিক রয়েছেন, তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া কীভাবে চলেছে, বয়স ও উচ্চতার ক্ষেত্রে কী নিয়ম মানা হয়েছে, এই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তৈরির কাজ রাজ্য পুলিশ শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন জেলার রিপোর্ট পুলিশ ডিরেক্টরেটে জমা পড়ার পর সমস্ত নথি পর্যালোচনা করে দেখা হবে। সেখানে কোনও ফাঁক থাকলে, তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়(Mamata Banerjee) ক্ষমতায় আসার পর বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের কাজ শুরু হয়। রাজ্য পুলিশে এখন সিভিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের কাছাকাছি।খাতায়কলমে সহযোগী বলা হলেও, জেলা পুলিশের থানা-ফাঁড়ির কাজ চালানোর ক্ষেত্রে তাঁরাই বড় ভরসা। পুলিশ কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় অপরাধের ঘটনাস্থল পাহারা দেওয়া বা তদন্তের কাজে তাঁদের কাজে লাগাতে বাধ্য হচ্ছেন জেলার সিনিয়র অফিসাররা। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ডিউটিতে লাঠি হাতে তাঁদের নামানো হচ্ছে অভিযোগ এসেছে বিভিন্নমহল থেকে। এই নিয়ে বারবার বিতর্ক হয়েছে। সার্ভিস বুক না থাকায় শাস্তির ব্যবস্থাও নেই তাঁদের। সিভিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপাররাই জেলাস্তরে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁদের নিয়োগ করে থাকেন। মাধ্যমিক পাস যে কোনও ছেলেমেয়ে সিভিকের চাকরিতে আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন। নিয়োগের সময় নামমাত্র ইন্টারভিউ নেওয়া হয় সিভিকের প্রার্থীদের। তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমা বা উচ্চতা বেঁধে দেওয়া হয়নি। যে কারণে পঁয়ত্রিশ উর্ধ্ব অনেকে তো বটেই, এমনকী খর্বকায় হয়েও অনায়াসে সিভিকে চাকরি করছেন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই সম্পত্তি পাওয়ার আশায় মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে দেবী কোজাগরী লক্ষ্মী কে জাগ্রত করেছে,কেউ মন্ত্র পাঠ করে, কেউ নিজের আচার-অনুষ্ঠান, কেউ বা আত্মার বিশ্বাসের একটি রূপ পূজিত করে। ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির লোভে, রাতে মানুষ লক্ষ্মী দেবীর সৃষ্টির বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত করেছে। এক একটা দিন এক একটা রীতি-রেওয়াজ লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালীদের জন্য একটা খুব অবাঙালিদের জন্য আর একরকম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অসীম শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

মন্দির চত্বরেই রয়েছে বিষ্ণুর দুই পাষাণমূর্তি। তারা মন্দিরে ঈশানকোনের ছোট্ট মন্দিরে চন্দ্রচূড় শিব বর্তমান।এসব তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ছোটবেলা থেকে সব কিছুর পিছনে একটু অনুসন্ধান করার ইচ্ছা শক্তি আমার প্রবল আছে।সেটাকে কাজে লাগিয়েছি পড়াশোনার মাধ্যমে সব কিছু তথ্য জোগাড় করা,বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আজ তা আমার কলমে তুলে ধরছি।রামপুরহাট শহর তান্ত্রিক দেবী তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই মন্দির ও শ্মশান একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম বলে কথিত। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত। তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ। ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিস্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি।

বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে। কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতা 'দেবী তারার' কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। 'দেবী তারা' তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই অমৃত পান করে শিবের বিষজ্বালা দূর হল। সেই থেকে দেবীর নাম হল তারিণী। তিনি শিবকে তারণ করেছেন। এই বিশ্বকেও তিনি তারণ করেন। সেই তারিণী থেকেই তারা নামের সৃষ্টি। সেই কারণে বিখ্যাত বীরভূমের এই পিঠস্থান

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আন্তর্জাতিক অভিধম্ম দিবস এবং ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে পালি-র স্বীকৃতি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আন্তর্জাতিক অভিধম্ম দিবস এবং ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে পালি-র স্বীকৃতি উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। অভিধম্ম দিবসের অর্থ, অভিধম্ম শিক্ষা দেওয়ার পরে ঐশ্বরিক সাম্রাজ্য থেকে ভগবান বুদ্ধের অবতরণ। সম্প্রতি পালি ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এ বছর অভিধম্ম দিবস উদযাপনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, অভিধম্ম সংক্রান্ত ভগবান বুদ্ধের বাণী মূলত পালি ভাষায় পাওয়া যায়। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী অভিধম্ম দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এই অনুষ্ঠান মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীকে ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার স্থান হিসেবে গড়ে তোলার কথা। গত বছর কুশীনগরে এই একই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন শ্রী মোদী এবং বলেন, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সংযোগ যাত্রা শুরু হয়েছিল তার জন্ম থেকে এবং তা আজও চলছে। প্রধানমন্ত্রী জানান যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন গুজরাটের ভাদনগরে, যা এক সময়ে বৌদ্ধতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল এবং যা অনুপ্রেরণায় পর্যবসিত হয়েছিল যা ভগবান বুদ্ধের ধম্ম এবং বাণী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা গড়ে তোলে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, গত ১০ বছরে দেশে-বিদেশে ভগবান বুদ্ধ সংক্রান্ত নানা পবিত্র অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ায় সুযোগ হয়েছে। তিনি নেপালের ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান সফরের উদাহরণ দেন। মঙ্গোলিয়ায় ভগবান বুদ্ধের মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং শ্রীলঙ্কায় বৈশাখ সমারোহ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর বিশ্বাস সঙ্ঘ এবং সাধকের মিলন ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদের ফল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি পবিত্র শারদ পূর্ণিমা এবং মহর্ষি বাল্মীকির জন্মবার্ষিকীর উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী সকল দেশবাসীকে তাঁর শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এ বছরের অভিধম্ম দিবস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভগবান বুদ্ধ যে ভাষায় তাঁর বাণী দিয়েছিলেন, সেই পালি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এই মাসে সেটিকে ধ্রপদী ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে ভারত সরকার। তিনি বলেন, সেইজন্য আজকের এই অনুষ্ঠান আরও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পালি ভাষাকে ধ্রপদী ভাষার মর্যাদাদান ভগবান বুদ্ধের মহান পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। শ্রী মোদী আরও বলেন যে, ধম্ম অভিধম্ম-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ধম্ম-এর প্রকৃত নির্যাস বুঝতে গেলে পালি ভাষায় জ্ঞান থাকা জরুরি। ধম্ম-এর বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করে শ্রী মোদী বলেন, ধম্ম-এর অর্থ ভগবান বুদ্ধের বাণী এবং আদর্শ, মানবের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর, বুদ্ধের চিরায়ত শিক্ষা এবং সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য একটি দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি আরও বলেন সমগ্র বিশ্ব প্রতিনিয়ত বুদ্ধের ধম্ম দ্বারা আলোকিত হয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভগবান বুদ্ধ যে ভাষায় কথা বলতেন, দুর্ভাগ্যবশত সেই পালি ভাষা সাধারণ্যে আর ব্যবহৃত হয় না। ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আত্মাস্বরূপ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি মৌলিক ভাবপ্রকাশের সঙ্গে যুক্ত এবং পালি ভাষাকে আজকের দিনে সজীব রাখা সকলের দায়িত্ব। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সরকার অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পূরণ করেছে এবং কোটি কোটি বুদ্ধ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছে।

যে কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন অথবা প্রত্নসামগ্রী যা কোনো দেশ আবিষ্কার করেছে, তা গর্বের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “যে কোন সমাজের ভাষা সাহিত্য, শিল্প এবং আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য তার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে।” তিনি বলেন, যে যদিও প্রত্যেকটি দেশ তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতিকে সংযুক্ত করে, ভারত এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল, কারণ স্বাধীনতার আগে বার বার ভারতে বিদেশী অভিযান হয়েছে এবং স্বাধীনতার পরেও দাসত্ব মনোবৃত্তি রয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতে এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল, যা দেশকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়। তিনি বলেন যে বুদ্ধ, যিনি ভারতের আত্মার মধ্যে আছেন এবং তাঁর প্রতীক যা স্বাধীনতার সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরবর্তী কয়েক যুগে ভুলে যাওয়া হয়েছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, স্বাধীনতার ৭ দশক পরেও পালি তাঁর প্রকৃত মর্যাদা পায়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ এখন সেই হীনম্মন্যতা কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তিনি বলেন যে, একদিকে পালি ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে অন্যদিকে সেই একই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে মারাঠী ভাষাকে। তিনি বলেন, যে বাবাসাহেব আম্বেদকর, যাঁর মাতৃভাষা ছিল মারাঠী, তিনিও বৌদ্ধতন্ত্রের মহান সমর্থক ছিলেন। তিনি পালিতে ধম্ম দীক্ষা নিয়েছিলেন। শ্রী মোদী এই সঙ্গেই বাংলা, অসমিয়া এবং প্রাকৃত ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ভারতের বিভিন্ন ভাষা আমাদের বৈচিত্র্যকে লালন করে।” অতীতের ভাষার কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, যে আমাদের প্রত্যেকটি ভাষা দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ভারত নতুন যে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে, তা বর্তমানে এই ভাষাগুলিকে সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। শ্রী মোদী বলেন, দেশের যুব সমাজ যখন থেকে নিজেদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে তখন থেকে মাতৃভাষা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার লালকেল্লা থেকে 'পাঁচ প্রাণ'-এর আদর্শকে তুলে ধরেছে সংকল্প পূরণ করার জন্য। পাঁচ প্রাণের ব্যাখ্যা করে শ্রী মোদী বলেন, এর অর্থ উন্নত ভারত গঠন, দাসত্ব মনোভাব থেকে মুক্তি, দেশের ঐক্য, কর্তব্য পালন এবং ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারত একইসঙ্গে দ্রুত উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সংকল্পকে পূরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঁচ প্রাণ অভিযানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ভগবান বুদ্ধ সংক্রান্ত ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর।

ভারত এবং নেপালে ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কিত স্থানগুলির উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে বুদ্ধ সার্কিট হিসেবে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, কুশীনগরে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চালু হয়েছে, লুম্বিনীতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ তৈরি করা হয়েছে, লুম্বিনীতে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত পড়াশোনার জন্য ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর চেয়ার স্থাপন করার পাশাপাশি বোধগয়া, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, সাঁচি, সাতনা এবং রেওয়া-র মতো অনেক জায়গায় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। শ্রী মোদী এও জানান যে, আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৪-এ বারাণসীর সারনাথ-এ তিনি অনেকগুলি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করবেন। তিনি আরও বলেন, নতুন নির্মাণের পাশাপাশি সরকার ভারতের সমৃদ্ধ অতীত সংরক্ষণেও প্রয়াস নিয়েছে। শ্রী জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার গত এক দশকে ৬০০-র বেশি প্রাচীন ঐতিহ্য, শিল্প সামগ্রী দেশে ফিরিয়ে এনেছে যার অনেকগুলিই বুদ্ধ সংক্রান্ত। তিনি আরও বলেন, বুদ্ধ-র ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে ভারত তার সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে নতুন পথে পরিচালনা করছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া শুধু দেশের স্বার্থেই নয়, সমগ্র মানবতার স্বার্থে। তিনি বলেন, যে সমস্ত দেশ বুদ্ধ-র বাণী অনুসরণ করে, তাদের একত্র করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলি পালি ভাষার ধারাভাষ্য সংকলন করছে। শ্রী মোদী বলেন, পালি ভাষার প্রসারে সরকার ভারতে এই একই প্রয়াস চালাচ্ছে যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে চিরায়ত পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং অ্যাপস-এর মতো আধুনিক উপায়। ভগবান বুদ্ধকে জানতে, বুঝতে গবেষণার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে শ্রী মোদী বলেন, “বুদ্ধ জ্ঞান এবং অনুসন্ধান দুইই” অর্থাৎ, বুদ্ধের শিক্ষাকে জানতে গেলে নিজের অন্তরাত্মাকে যেমন বুঝতে হবে তেমনই প্রয়োজন শিক্ষাগত গবেষণা। তিনি গর্ব প্রকাশ করে বলেন, এই লক্ষ্যে যুব সমাজকে নেতৃত্বদান করছে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সন্ন্যাসীরা।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতাকে ছুঁয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বুদ্ধের শিক্ষা বর্তমান বিশ্বে শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, বরং প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রসংঘ থেকে তাঁর বার্তার পুনরায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ভারত বিশ্বযুদ্ধ দেয়নি, দিয়েছে বুদ্ধকে”। তিনি বলেন, বিশ্ব যুদ্ধে নয়, ভগবান বুদ্ধে খুঁজে পাবে সমাধান। তিনি সমগ্র বিশ্বকে বুদ্ধের থেকে শিক্ষা নিয়ে যুদ্ধ পরিহার করে শান্তির পথ খোঁজার আহ্বান জানান। ভগবান বুদ্ধের বাণী উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তির থেকে বড় সন্তুষ্টি আর নেই; বিরোধের দ্বারা বিরোধের নিষ্পত্তি হয় না এবং একমাত্র সহমর্মিতা এবং মানবিকতাই পারে বিদ্বেষ দূর করতে। তিনি আরও একবার সকলের আনন্দ এবং ভালোর জন্য ভগবান বুদ্ধের বাণীর উল্লেখ করেন। ২০৪৭ পর্যন্ত আগামী ২৫ বছরকে অমৃতকাল হিসেবে ভারত চিহ্নিত করেছে। তার উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন যে, অমৃতকালের এই সময়টি হবে ভারতের অগ্রগতি, উন্নত ভারত গঠনের সময় যেখানে ভগবান বুদ্ধের বাণী পথ দেখাবে; যে পথে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে চায় ভারত। তিনি আরও বলেন যে, ভগবান বুদ্ধের ভূমিতেই একমাত্র এটি সম্ভব যে ভূমিতে বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা তার সম্পদ ব্যবহারে সচেতন। সমগ্র বিশ্ব যে জলবায়ু পরিবর্তন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত শুধুমাত্র তার নিজের জন্যই সমাধান খুঁজছে না, খুঁজছে সমগ্র বিশ্বের জন্য। এই সূত্রেই তিনি জানান, বিশ্বের অনেক দেশকে সঙ্গে নিয়ে ভারত এলআইএফই কর্মসূচি শুরু করেছে। ভগবান বুদ্ধের একটি বাণী আবৃত্তি করে শ্রী মোদী বলেন, এলআইএফই কর্মসূচির ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে যে কোনো ধরনের ভালো যা শুরু করতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যতের পথ বেরিয়ে আসবে প্রত্যেক মানুষের দীর্ঘস্থায়ী জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে। ভারতে জি২০ সভাপতিত্বকালে আন্তর্জাতিক সৌরজোট, আন্তর্জাতিক জৈব জ্বালানি জোট গঠন, এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড-এর মতো বিশ্বকে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই সবগুলিই ভগবান বুদ্ধের ভাবনার প্রতিফলন। তিনি বলেন যে, ভারতের প্রতিটি প্রয়াস বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উদ্যোগের কথা যেমন- ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর, ভারতের গ্রিন হাইড্রোজেন, উদ্যোগ, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতীয় রেলকে নিট শূন্য করা, পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণ বৃদ্ধি করা ইত্যাদির উল্লেখ করে বলেন, এই সবগুলিই পৃথিবীকে রক্ষা করতে ভারতের জোরালো উদ্দেশ্যকে প্রদর্শন করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সরকারের অনেক সিদ্ধান্তই অনুপ্রাণিত হয়েছে বুদ্ধ, ধম্ম এবং সংঘের দ্বারা। এই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব সংকটে বার বার প্রথম ভারতের এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেন। তুরস্কে ভূমিকম্প, শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট এবং কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে এ দেশের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন যে এতেই প্রতিফলিত হয় বুদ্ধের সহমর্মিতার নীতি। তিনি বলেন, “বিশ্ববন্ধু হিসেবে ভারত সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলছে”। তিনি বলেন যে, যোগা, মিলেট, আয়ুর্বেদ এবং প্রাকৃতিক চাষের মতো উদ্যোগগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাতে। ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ভারত, যখন উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সে নিজের শিকড়কেও শক্ত রাখছে।” তিনি বলেন যে, ভারতের যুবাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বিশ্বকে নেতৃত্বদান, তার পাশাপাশি নিজেদের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ নিয়েও গর্বিত হতে হবে। তিনি বলেন, এই প্রয়াসে বৌদ্ধতন্ত্রের শিক্ষা আমাদের মহান পথনির্দেশক। তাঁর বিশ্বাস, ভারত ভগবান বুদ্ধের বাণী অবলম্বন করে প্রতিনিয়ত অগ্রগতি ঘটাবে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু-ও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।

সিনেমার খবর

জয়া বচ্চনকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য সমাজবাদী পার্টির নেতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী জয়া বচ্চনকে নিয়ে বলিউডে আলোচনার শেষ নেই। তিনি নাকি বদমেজাজি, মূলত তার জন্য নাকি ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের সম্পর্ক ভালো নয় কান পাতলে এমন হাজারো মন্তব্য শোনা যায়। তবে জানেন কি, একবার জয়াকে নিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন ভারতের সমাজবাদী পার্টির অন্যতম পরিচিত মুখ রাজনীতিবিদ অমর সিং। গণমাধ্যমের সামনে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, শাশুড়ি ও শ্বশুরের সঙ্গে নাকি বিন্দুমাত্র বনিবনা হয়না জয়ার।

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি অমিতাভ ও জয়া। ১৯৭৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। বিয়ের পরেই চলচ্চিত্র থেকে কিছুটা বিরতি নেন জয়া। পরিবার ও সন্তানদের সময় দিতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন সময় দাবি করেছে, পরিবারের জন্য সিনেমা থেকে দূরে গেলেও শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক ছিল জয়ার। অমিতাভ বচ্চনের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন নামকরা হিন্দি কবি ছিলেন। তার মা তেজি বচ্চন। 'দৈনিক ভাস্কর'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই রাজনীতিবিদ দাবি করেন, জয়ার কারণেই নাকি আলাদা বাড়িতে আজীবন থেকে গেছেন অমিতাভের বাবা-মা। আগে দিল্লিতে থাকতেন অমিতাভের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন ও মা তেজি বচ্চন। তবে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছেলে অমিতাভের কাছে চলে আসেন তারা। প্রথমে সবাই একসঙ্গেই ছিলেন।

অমর সিং দাবি করেন, জয়া নাকি শ্বশুর-শাশুড়ির এই আচমকাই অনুপ্রবেশ মেনে নিতে পারেননি। বাধ্য হয়েই অমিতাভের বাংলো প্রতীক্ষাতে থাকতে শুরু করেন অমিতাভের বাবা-মা। অমিতাভের আর এক বাংলো 'জলসা'তে সন্তানদের নিয়ে থাকা শুরু করেন জয়া। অমিতাভ যদিও জলসা নয়, বেছে নেন মা-বাবাকেই। থাকতে শুরু করেন প্রতীক্ষাতে। নিজের আত্মজীবনীতে জয়ার পরিবারকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন হরিবংশ রাই বচ্চন। জানিয়েছিলেন, ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার পর জয়ার বাবা তরুণ কুমার ভাদুড়ির কাছ থেকে ঠিক কী শুনতে হয়েছিল তাকে।

সেখানে হরিবংশ রাই বচ্চন লিখেছিলেন, বিয়ে মাত্র শেষ হয়েছে। কিছুটা মজার ছলেই তিনি তরুণ কুমারের কাছে গিয়ে বলেন, এত সুন্দর জামাই পাওয়ার জন্য আপনাদের অভিনন্দন। জবাবে নাকি তরুণ কুমার বলেছিলেন, আমাদের পরিবারটাই শেষ হয়ে গেল।

বিশ্বাস কোনও ধর্মের উপর নির্ভর করে না: নুসরাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার সময় প্রত্যেকবার আলোচনায় থাকেন অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। কারণ, মুসলিম পরিবার জন্ম হলেও ধর্মাবলম্বীদের প্রায় সব উৎসবে তিনি থাকেন। এটার জন্য তাকে নিয়ে ট্রলও কম হয় না। তবে সেগুলোকে তোয়াক্কা না করে নিজের গতিতেই চলেন এই অভিনেত্রী। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছেনা।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে নুসরাত বলেন, 'পূজায় সাধারণত আমি আর যশ (প্রেমিক) কলকাতায় থাকার চেষ্টা করি। কারণ, কাজের বাইরে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাই। তাছাড়া, আমাদের অনেক বন্ধু বছরের এই চারটা দিনই শহরে আসেন। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ পাই। একসঙ্গে আড্ডা দেওয়া খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে দিয়ে খুব ভাল সময় কাটে।'

নুসরাতের কথায়, 'প্রত্যেক বছর অষ্টমীর দুপুরে আমি ভোগ খেতে খুব ভালবাসি। একশো বার হয়তো তার জন্য আমাকে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে! কিন্তু তার পরেও অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেই। আগামী দিনেও অঞ্জলি দেব। কারণ, বিশ্বাস কোনও ধর্মের উপর নির্ভর করে না। কোনও ভাষার উপরেও নির্ভর করে না। বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ট্রোলিংকে আমি পাত্তা দিই না। কারণ, প্রত্যেকের তার নিজের মতো জীবন যাপনের স্বাধীনতা রয়েছে। কেউ অন্যের জীবনযাপনের শর্ত নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আমি সমাজমাধ্যমে দেখেছি, মহিলাদের একটু বেশিই ট্রোল করা হয়। চারটা লাইন লিখে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চিনিও না, জানিও না। তাই পাত্তাও দেই না।'

সব শেষে নুসরাত বলেন, 'এ বারের পূজা নিয়ে নানা মন্তব্য কানে আসছে। আমার মতে, পূজা অন্যরকম হয় না। প্রত্যেকবারের মত এবারও সামনে দাঁড়াব। সকলের জন্য মঙ্গলকামনা করব। আমার শহরটা কঠিন সময়ের সঙ্গে লড়ছে। সেখানে যেন শান্তি পৌঁছে।'

যৌন হেনস্তা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মল্লিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী মল্লিকা শেরাওয়াত। এক সময় বলিউডের ইমরান হাশমির সঙ্গে তার রসায়ন আলোড়ন ফেলেছিল। গত কয়েক বছর বলিউড থেকে কিছুটা দূরেই ছিলেন। অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কামব্যাক করেন মল্লিকা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের অন্দরের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অভিনেত্রী।

মল্লিকার অভিযোগ, এক সহ-অভিনেতা তাকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন। অতীতের কথা স্মরণ করে তুলে ধরলেন সেই ভয়াবহ ঘটনা। দুবাইয়ে একটি ছবির শ্যুটিংয়ের সময় এ ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান অভিনেত্রী।

এক সাক্ষাৎকারে মল্লিকা বলেছেন, 'একটা ঘটনা বলি। দুবাইয়ে একটি বড় মাপের ছবির শ্যুটিং করছিলাম। একাধিক বড় তারকা ছিলেন ছবিতে। এই ছবি বক্স অফিসে বিপুল সাড়া ফেলেছিল। দর্শকের ছবিটি পছন্দ হয়েছিল। আমিও একটি মজার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।'

এরপরই এক বিস্ফোরক দাবি করেন মল্লিকা। বলেন, 'দুবাইয়ের হোটেলে রোজ রাত বারোটায় আমার ঘরে এসে কড়া নাড়তেন ছবির নায়ক। কড়া নাড়ার এমন জোর ছিল, আমি ভাবতাম, দরজাটা বোধহয় ভেঙেই গেল। ওই নায়ক আমার শয়নকক্ষে আসতে চাইতেন। আমি জানতাম, এটা আমি কখনওই হতে দেব না। এর পরে ওই নায়ক আর আমার সঙ্গে কোনও কাজ করেননি।'

মল্লিকা সেই অভিনেতার নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু তার এই বক্তব্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবির বর্ণনার ওপর নেটজেনরা অনুমান করছেন, ২০০৭-এর ছবি 'ওয়েলকাম' এর কথা বলেছেন অভিনেত্রী। সেখানে মুখ্য অভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় কুমার। তাই নেটাগরিকের প্রশ্ন, অভিনেত্রী কি নাম উল্লেখ না করে অক্ষয়ের দিকেই আঙুল তুললেন?

শাহরুখকন্যার ফোন নম্বর ভাইরাল করে দেন অনন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের দুই প্রিয় বান্ধবী, অনন্যা পান্ডে ও সুহানা খান, ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। অনন্যা, যিনি ২০১৯ সালে 'স্টুডেন্ট অব দি ইয়ার ২' দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন, শাহরুখ খানের কন্যা সুহানার সঙ্গে একই সফরে রয়েছেন। বর্তমানে সুহানা নেটফ্লিক্সেরওদ্য আর্চিস্থ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করছেন।

সম্প্রতি, অনন্যার নতুন সিনেমা 'কন্ট্রোল' মুক্তি পেয়েছে, যা সামাজিকমাধ্যমের নেতিবাচক দিক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কুফল তুলে ধরছে। এই ছবির প্রচারের সময় অনন্যা সামাজিকমাধ্যমে একটি ঘটনা শেয়ার করেন, যেখানে তিনি সুহানার সঙ্গে ফেসটাইম করছিলেন।

কিন্তু অনন্যা ছবিটি পোস্ট করার সময় অসাবধানতায় সুহানার ফোন নম্বরও শেয়ার করে দেন। ফলে সুহানার ফোন হ্যাক হয়ে যায়। যদিও পরে তারা পরিস্থিতি মিটিয়ে ফেলেন, তবে এই ঘটনায় সুহানা বিপদের মুখে পড়েন।

নিজের ওপর বিরক্ত সালমান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনয় জীবনে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন বলিউড তারকা সালমান খান। তবে ক্যারিয়ারের শুরু থেকে তার জীবন নিয়ে কম চর্চা হয়নি। আজও সালমান খানের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল কম নয়।

কিন্তু হঠাৎ যদি আজ নিজের অতীতের সামনে দাঁড়ান সালমান? আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগের সালমানের সঙ্গে দেখা হলে তিনি কী পরামর্শ দেবেন? 'বিগবস ১৮'র প্রোমোতে সেই মুহূর্তেরই ঝলক উঠে এল। সেই ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানের সালমানের সামনে দাঁড়িয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের সালমান। অতীত ও ভবিষ্যতের সালমানকে তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। অতীতের তরুণ সালমান প্রশ্ন করেন, এখানে কোন স্বীকারোক্তি দিতে এসেছ? কী এমন কাণ্ড ঘটিয়েছ?"

সেই প্রশ্নের উত্তরে বর্তমানের সালমান বলেন, আরে দাঁড়া ভাই! আমি কোনও কাণ্ড ঘটাইনি। তুইও অতীতে কিছুই করিসনি। আমি জানতাম না, নিজের অতীত দেখে এত বিরক্ত বোধ করব।

এর পরে বৃদ্ধ বয়সের সালমান বর্তমানের সালমানকে বলে ওঠেন, "আমি কি বিষয়টা ভালবেসে বা থাপ্পড় মেরে বোঝাব?" এই বক্তব্য শুনেই বিস্ফারিত চোখে তাকান সালমান। কৃত্রিম বুদ্ধিমতার সাহায্যে তৈরি সেই বৃদ্ধ সালমান জানান, তিনি এই মুহূর্তে 'বিগবস ৩৮'-এর সঞ্চালনা করছেন। অবাক হয়ে ভাইজান নিজের বৃদ্ধ সত্তাকে প্রশ্ন করেন, তখনও কি 'বিগবস্'-এর অস্তিত্ব থাকবে?

উল্লেখ্য, সালমান বর্তমানে 'বিগবস ১৮'-র শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। ২০১০ সাল থেকে এই রিয়্যালিটি শোয়ের সঞ্চালনা করছেন অভিনেতা। ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ছোট পর্দার এই অনুষ্ঠান।

ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের দ্রুততম গোলদাতার বিদায়

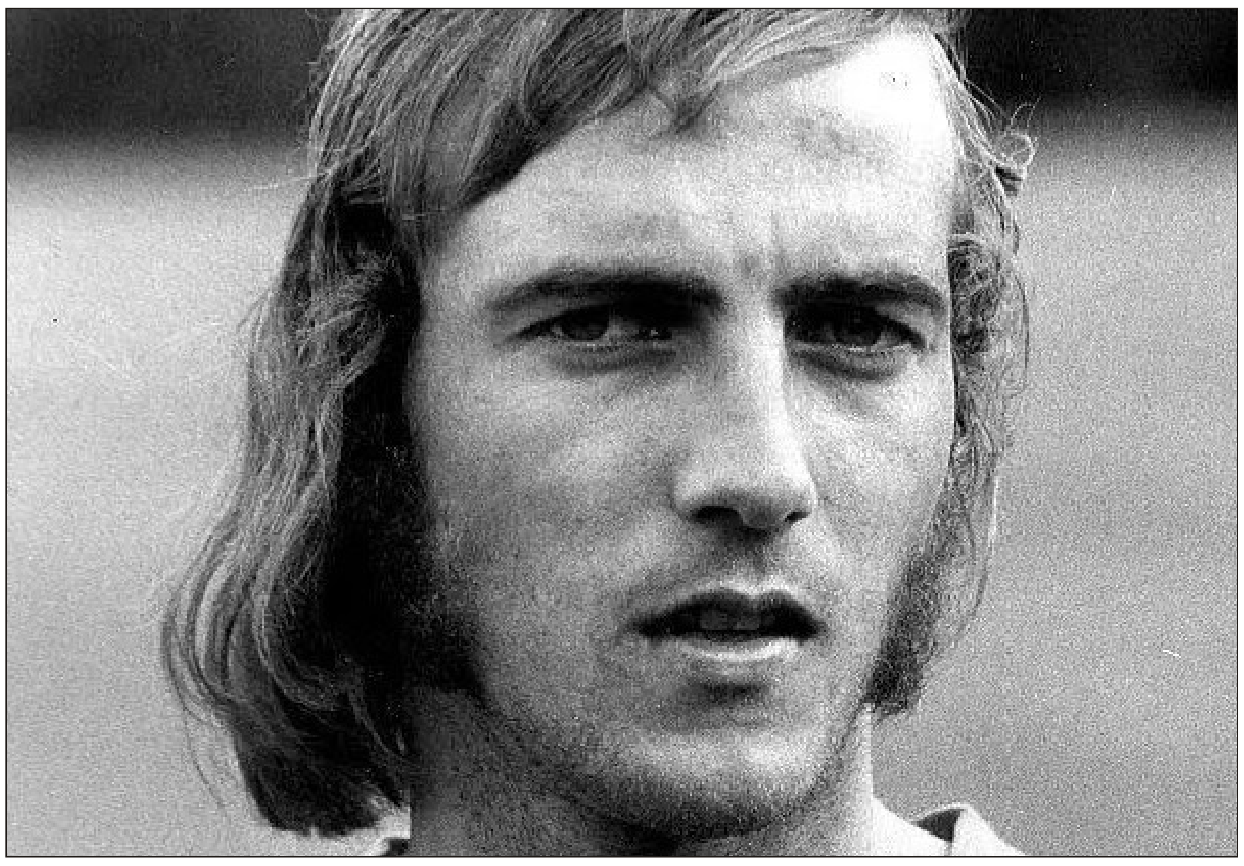

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নেদারল্যান্ডস তো বটেই পুরো ফুটবল অঙ্গনে রবিবার শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। ১৯৭০ এর দশকে টোটাল ফুটবলের প্রবর্তন করা আয়াক্স ও নেদারল্যান্ডস দলের অন্যতম সদস্য ইয়োহান নিসকেন্স এদিন ছেড়েছেন পৃথিবীর মায়া। ইয়োহান ক্রুইফের এই সতীর্থ রবিবার ৭৩ বছর বয়সে চলে গেলেন না ফেরার দেশে, ডাচ ফুটবল ফেডারেশন সোমবার এই খবর জানায়।

কোন ধরনের অসুস্থতার কারণে নিসকেন্স মারা গেছেন, তা জানা যায়নি। কেএনভিবি ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানায়, 'ইয়োহান নিসকেন্স, ডাচ ও আন্তর্জাতিক ফুটবল বিশ্ব একজন লিজেন্ডকে হারালো।'

সত্তর দশকের শুরুতে টানা তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ জেতা আয়াক্স দলের সদস্য ছিলেন নিসকেন্স। রাইনাস মিশেলের অধীনে আয়াক্স ও নেদারল্যান্ডস দলেওটোটাল ফুটবল্ল খেলে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল ক্রুইফ, নিসকেন্স, আরি হাঁন, রুদ ক্রল ও জনি রেপদের প্রজন্ম। নেসকেন্স সেই প্রজন্মের অন্যতম সেরা হিসেবে '৭৪ ও '৭৮ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন ডাচদের হয়ে। বাকিটা আপনি জানেন। ডাচদের সেই টানা দুই ফাইনাল হারের 'কমলা দুঃখ' আজও যায়নি। যে মানুষটি আয়াক্সে ক্রুইফের সঙ্গে টানা তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছেন, ডাচদের 'ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ' জাতীয় দলের অন্যতম প্রাণভোমরা ছিলেন সেই নিসকেন্সকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হলো জাতীয় দলের হাতে বিশ্বকাপ না দেখেই।

শুধু শক্ত ট্যাকলকারী নয়, নিসকেন্স ছিলেন দক্ষ এবং পরিশ্রমীও। ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে তিনি পাঁচটি গোল করেন, যা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক। প্রথম দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁর করা পেনাল্টি গোলটি ছিল বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে দ্রুততম। যদিও সেই ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে যায় নেদারল্যান্ডস।

১৯৭৮ সালের আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তবে আবারও ফাইনালে স্বাগতিক দলের কাছে পরাজয়ের স্বাদ পান নিসকেন্স ও তার দল।

নিসকেন্স তার ক্লাব ক্যারিয়ারেও দারুণ সফল ছিলেন। আয়াক্সের পর বার্সেলোনায় যোগ দেন এবং সেখানে তাকে "দ্বিতীয় ইয়োহান" নামে ডাকা হতো। তিনি বার্সার হয়ে কোপা দেল রে ও ইউরোপীয় কাপ উইনার্স কাপ জিতেছিলেন। পরে নিউইয়র্ক কসমোসের হয়ে পাঁচ মৌসুম খেলেন।

খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচিংয়ে যুক্ত হন নিসকেন্স। নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক, সুইজারল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কোচিং করেছেন এবং নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত
লঙ্কানদের হেড কোচ জয়াসুরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় সনাৎ জয়াসুরিয়াকে। ভারতের বিপক্ষে ২৭ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ বছর পর টেস্ট ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের সিরিজ জেতার পর তার কাজে বেজায় খুশি লঙ্কা ক্রিকেট। তাই তো ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত কিংবদন্তি এই ব্যাটারকে পূর্ণকালীন হেড কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে বোর্ড জানায়, 'ভারত, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সিরিজে ভালো পারফরম্যান্স বিবেচনা করে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের কার্যনির্বাহী কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জয়াসুরিয়া।'

কোচিংয়ে এর আগে কখনো পা রাখেননি জয়াসুরিয়া। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, খেলোয়াড়দের জন্য এমন একটি আবহ তৈরি করতে চান, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে খেলতে পারবে। ক্রিকেটাররা তার কোচিং স্টাইলকে সাদরে গ্রহণ করেছেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতি ভঙ্গের কারণে দুই বছর নিষিদ্ধ হওয়ার আগে দুই মেয়াদে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান নির্বাচক ছিলেন জয়াসুরিয়া। স্থায়ী হেড কোচ হিসেবে তার প্রথম মিশন হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজটি।

ব্রাজিল দল থেকে এবার ছিটকে গেলেন মিলিতাও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামী দুই ম্যাচের দল থেকে আরও একজনকে হারাল ব্রাজিল। প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক আলিসন ও তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়রের পর এবার চোটে ছিটকে গেলেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও।

তিনি বাঁ পায়ের ঊরুর পেশির চোটে ভুগছেন বলে সোমবার ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চিলি ও পেরুর বিপক্ষে পরের দুই ম্যাচের স্কোয়াড থেকে তাই রিয়াল মাদ্রিদের এই খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছে।

লা লিগায় ভিয়ারেয়ালের বিপক্ষে রেয়ালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মিলিতাও। ম্যাচটি খেলে সাও পাওলোতে পাড়ি দেন তিনি। সেখানেই তার চোট ধরার পড়ার কথা জানায় সিবিএফ।

তার জায়গায় ফ্লামেঙ্গোর ডিফেন্ডার ফাব্রিসিও ব্রুনোকে দলে নেওয়ার বিষয়টি বিবৃতিতে জানানো হয়।

এরপর পেরুর মুখোমুখি হবে তারা।

ব্রাজিলের সবশেষ দুই ম্যাচেও চোটের কারণে খেলতে পারেননি মিলিতাও। সেপ্টেম্বরের ওই সূচিতে একুয়েডরের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের পর, প্যারাগুয়ের বিপক্ষে একই ব্যবধানে হেরে যায় দরিভাল জুনিয়রের দল।

ব্রাজিল দলের পক্ষ থেকে অবশ্য ভিনিসিউসকে নিয়ে এখনও কিছু বলা হয়নি। তবে সংবাদমাধ্যমের খবর, আসছে দুই ম্যাচে তাকে পাবে না পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। আর প্রিমিয়ার লিগে রোববার লিভারপুলের হয়ে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে এই দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে যান আলিসন।

২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আট রাউন্ড শেষে ব্রাজিল জিতেছে কেবল তিনটিতে। চার হার ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা।

'ডাক' মেরেছেন ৫ ব্যাটার, ৪৬ রানে অলআউট ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :

বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ৪৬ রানে অলআউট হয়ে গেছে ভারত। যা টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর আর দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন। কিউদের বোলিং তোপে শূন্য রানে আউট হন টিম ইন্ডিয়ার ৫ ব্যাটার। ভারতের জন্য টেস্টে এক ইনিংসে ৫ ডাক মারার ঘটনা এটি ষষ্ঠবার। বেঙ্গালুরু টেস্টের প্রথমদিন ভেসে যায় বৃষ্টিতে। আজ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে মাঠে নেমেই স্বাগতিক ব্যাটারদের ওপর চড়াও হয় নিউজিল্যান্ড। লাঞ্চ বিরতিতে যাওয়ার আগে ৬ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৪ রান তুলতে পারে ভারত। এরমধ্যে ৪ জন সাজঘরে ফিরে যান শূন্য রানে। বিরাট কোহলি, সরফরাজ খান, লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজারা খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন।

লাঞ্চ বিরতি পর্যন্ত ভারতের স্কোরবোর্ডে নজরে পড়ে মাত্র ২টি দুই অঙ্কের রান। ওপেনিংয়ে নামা যশস্বী ৬৩ বলে ১৩ রান করেন। আর পাঁচে নামা ঋষভ পন্থ ৪১ বলে ১৫ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা মাত্র ২ রান করে টিম সাউদির শিকার হন। ৩৪ রানে ৬ উইকেট পতনের ঘটনা ভারতের জন্য ঘরের মাঠে বিগত ৫৫ বছরে সবচেয়ে দ্রুত প্রথম ছয় উইকেট হারানোর ঘটনা। এর আগে ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই হায়দরাবাদ টেস্টে ২৭ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল তারা। দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনটা মূলত নিজেদের করে নেয় কিউই পেসাররা। যার শুরুটা হয় টিম সাউদির বলে ভারত অধিনায়ক শর্মার উইকেট নিয়ে। এরপর ক্রিজে নেমে শুরু থেকেই খাবি খাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। উইল ও'রুর্কি কিছুটা বাড়তি বাউন্সে লেগ গালিতে গ্লেন ফিলিপ্সের অসাধারণ ক্যাচে ডাক মেরে ফিরতে হয় তাকে। পরের ওভারেই ম্যাট হেনরির বলে ডেভন কনওয়ের আরেকটি অসামান্য ক্যাচে ফিরতে হয় সরফরাজ খানকে।

এই ম্যাচে শুভমান গিলের বদলি সরফরাজের প্রত্যাবর্তন সুখকর হলো না। কোহলির মত তিনিও ফিরলেন ডাক মেরে। এরপর ঋষভ পান্ত আর যশস্বী জয়সওয়াল কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও সেটা হয়নি। এরইমাঝে হানা দেয় বৃষ্টি। সেই বিরতির পর ফের আঘাত করে নিউজিল্যান্ড। যশস্বী জয়সওয়াল ৬৩ বলে ১৩ রান করে ক্যাচ দিতে বাধ্য হন। এরপরেই ডাক মেরেছেন লোকেশ রাহুল এবং রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতের রান তখন মোটে ৩৪। এরপরই আসে লাঞ্চ বিরতি।

লাঞ্চের পর প্রথম বলেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন মারেন গোল্ডেন ডাক। স্লিপে ক্যাচ দেন ম্যাট হেনরির বলে। শেষ স্বীকৃত ব্যাটার ঋষভ পান্তও আউট হন সেই হেনরির বলেই। টম ল্যাথামকে ক্যাচ দেন তিনি। এরপরেই ১ রান করে ফেরেন জাসপ্রিত বুমরাহ। বাড়তি বাউন্সের বলে উড়িয়ে মেরেছিলেন। ফাইন লেগ থেকে দুর্দান্ত এক ক্যাচ নেন হেনরি। দিনের শেষ উইকেটও পেয়েছেন হেনরিই। টেস্ট ক্যারিয়ারের শততম উইকেট হিসেবে তুলে নেন কুলদীপ যাদবের উইকেট।

বেঙ্গালুরুতে ভারতের লজ্জার কীর্তি!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চেন্নাই টেস্টের প্রথমদিন বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন নিউজিল্যান্ডের বোলিং তোপে ঘরের মাঠে ভারত নিজেরাই ভেসে গেল। দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন রানের লজ্জায় পড়তে হলো রোহিত শর্মার দলকে। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তারা গুটিয়ে গেল ৩১.২ ওভারে স্রেফ ৪৬ রানে।

৪৬ রান টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর আর দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন। টেস্টে ভারতের সর্বনিম্ন স্কোর ৩৬। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে অ্যাডিলেডে অজিদের বোলিং তোপে উড়ে গিয়েছিল তারা। এর আগে দেশের মাটিতে ভারতের সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর ছিল ৭৫ রান, দিল্লিতে ১৯৮৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

চিন্নাস্বামীর উইকেটে আজ পেসাররা সুবিধা পাবেন সেটা পিচ রিপোর্টেই বলা হয়েছিলো। খেলা শুরু হতেই দেখা গেল পিচের খেল। উইকেট উৎসবের শুরুটা করেন টিম সাউদি। ষষ্ঠ ওভারে দলীয় ৯ রানে রোহিত শর্মাকে বোল্ড করে দেন অভিজ্ঞ এই পেসার। সেই শুরু। এরপর স্বাগতিক ব্যাটাররা ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিয়ে।

বাকি ব্যাটারদের মধ্যে দুই অঙ্ক স্পর্শ করতে পারেন কেবল যশস্বী জয়সওয়াল (৬৩ বলে ১৩) ও ঋষভ পন্ত (৪৯ বলে ২০)। এ দুজন চতুর্থ উইকেটে তারা গড়েন ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৮ বলে ২১ রানের জুটি। বাকিদের ইনিংস এক করলে মোবাইল নাম্বার চলে আসে। পুরো ইনিংসে মাত্র মাত্র চারটি বাউন্ডারি হাঁকাতে পেরেছে ভারত। পাঁচজন ব্যাটার রানের খাতা খুলতে পারেননি। ভারতের ইনিংসে তোপটা দেগেছেন পেসার ম্যাট হেনরি। ৩২ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার ৫ উইকেট নিতে খরচ করেন ১৫ রান। ২২ রানে ৪ উইকেট নেন তরুণ ডানহাতি পেসার ও'রুরক। ১টি উইকেট ঝুলিতে পুরেন সাউদি।

এবার ভিনিসিয়াসকেও হারাল ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পর্ব শুরু হওয়ার আগে জোড়া দুঃসংবাদ পেল ব্রাজিল। হ্যামস্ট্রিংয়ে আঘাত পাওয়া লিভারপুলে খেলা গোলরক্ষক আলিসন বেকারের পর এবার চোটের কারণে চিলি ও পেরুর বিপক্ষে খেলার সম্ভাবনা নেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রেরও। গত পরশু রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচে ঘাড়ে আঘাত পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্প্যানিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে চোটের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হলেও তাকে কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে, তা জানায়নি।

ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনও এ নিয়ে কিছু বলেনি। তবে স্প্যানিশ গণমাধ্যম মার্কা তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাছাইয়ের দুই ম্যাচে ভিনিকে পাচ্ছে না ব্রাজিল। চোটে পড়েছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ম্যাক অ্যালিস্টারও। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ডান পায়ে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট অবশ্য অ্যালিস্টারের চোটের প্রকৃত অবস্থা কেমন বা আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না তা জানাতে পারেননি। বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে দু'টি ম্যাচ আছে আর্জেন্টিনার।

লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থনে রয়েছে ব্রাজিল। অষ্টম রাউন্ড শেষে মাত্র ৩টি ম্যাচ জিতেছে তারা। আরেকটি ম্যাচ ড্র করে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে দরিভাল জুনিয়রের দল। পেরু ও চিলির বিপক্ষে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হারিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই চাপ অনুভব করবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR